আজকের কাগজ

তারিখ 17 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

112

রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দখলের পাঁয়তারা

শিবির কর্মিদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ

অঞ্জন রায় : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দখলের পর জামাত এখন তার ছাত্র সংগঠনের কর্মিদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করছে রাজশাহী এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দখলের জন্যে।

রাজশাহী এবং কুষ্টিয়ার গ্রামাঞ্চলে প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করে জামাত-শিবির তাদের কর্মিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ইতিমধ্যে রাজশাহীর গ্রামাঞ্চলে শিবির কর্মিদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়ে গেছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সূত্র আরও জানায়, এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদে আসীন দু'জন জামাতপন্থী শিক্ষক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এ দু'জন শিক্ষকের একজন এর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন শিবির কর্মিরা লতিফ হল পুড়িয়েছিলো তখন তাদের গান পাউডার জোগান দিয়েছিলো বলে অভিযোগ রয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী গ্রাম কাজলা, মেহেরচন্ডী, বিনোদপুর এই তিন এলাকাতে প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রশিবির কর্মি অবস্থান করছে। এদের মধ্যে অল্পকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাদ বাকি অধিকাংশই উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে নিয়ে আসা শিবির কর্মি। এখানে মেস করে শিবির কর্মিরা থাকছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা এবং রংপুরের কর্মিদের সংখ্যাই এখানে বেশি। এই এলাকায় অবস্থানরত শিবির কর্মিদের প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে নিয়মিত শরীরচর্চা এবং বিভিন্ন অস্ত্র চালনার ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

রাজশাহীর প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সাওতালদের বেতন দিয়ে নিয়ে এসে শিবির কর্মিদের তীর ধনুক চালনা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

সূত্রটি জানায়, এখন রাজশাহীতে চট্টগ্রামের মতো সিরাজুল সালেহীন বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। সর্বপ্রকার অস্ত্র চালনায় পারদর্শী এ বাহিনী রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে শিবিরের বিভিন্ন এ্যাকশনে অংশ নেবে।

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি ১৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে ১ মাস বন্ধ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে শিবিরের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং কর্মিদের প্রশিক্ষণ যথারীতি চলছে।

ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী কর্মিদের ওপর শিবির কর্মিদের সশস্ত্র হামলা ও হুমকি অব্যাহত আছে।

আরো জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনগুলোকে কেন্দ্র করে জামাত-শিবির কয়েক বছর মেয়াদী মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে।

সেই মাস্টার প্ল্যানের অংশ হিসেবে এসব প্রশিক্ষণ চলছে। গ্রামাঞ্চলগুলোতে প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলে তারা একে একে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো দখলের পরিকল্পনা করছে।